ওয়াসীলা গ্রহণ: একটি ইসলামী বিধান

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌তাআলাকে ভয় করো, তাঁর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করো এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যেন তোমরা সফলকাম হও।"

সূরা মায়িদা : ৩৫

ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

ওয়াসীলা গ্রহণ: একটি ইসলামী বিধান

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা **‘আলোকধারা বুক্‌স’**-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

লেখক
ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

প্রথম প্রকাশ: ১ রমযান ১৪৩৮ হিজরী
প্রথম সংস্করণ: মে ২০১৭, রজব ১৪৩৮ হিজরী
দ্বিতীয় সংস্করণ: ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

প্রচ্ছদ:
ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম- ৪২১২।

মূল্য: ৬০ টাকা

মুখবন্ধ

'ওয়াসীলা' অর্থ হলো কোন সৎকর্ম (নেক আমল), কিংবা মকবুল ইবাদত কিংবা কোন মকবুল বান্দা (যথা: নবী-রাসূল, ওয়ালী-বুযুর্গ, পীর-মাশায়েখ প্রমুখ) কিংবা তাঁদের ব্যবহৃত বস্তুকে মাধ্যম করে কিংবা মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা যাতে করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থনাকারী ব্যক্তির চাওয়া/প্রার্থনা/দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। দোয়াকারী/প্রার্থনাকারী মনে করে যে, নেক আমল/সৎকর্ম/মকবুল ইবাদত/মকবুল বান্দা বা তাঁর ব্যবহৃত বস্তু আল্লাহ্ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় বস্তু বা পছন্দনীয় বিষয় কিংবা প্রিয় বান্দার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে কোন কিছু চাইলে বা প্রার্থনা করলে তা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবুল বা গৃহীত হবে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দোয়াকারী/প্রার্থনাকারী মাধ্যম বা ওয়াসীলা'র স্মরণাপন্ন হয়। নেক আমল কিংবা মকবুল ইবাদতকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে দোয়া করার ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু মকবুল বান্দাকে বা তাঁর ব্যবহৃত বস্তুকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে খোদার কাছে কিছু চাওয়া/প্রার্থনা করা/দোয়া করার ক্ষেত্রে যতসব বিপত্তি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো মকবুল বান্দাকে কিংবা তাঁর ব্যবহৃত বস্তুকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করা দোষের কিছু নয়। বরঞ্চ এতে দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে শত শত উদাহরণ দেয়া যায়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মতামত হলো এতে শির্‌ক হয়। [সুতরাং মকবুল বান্দাকে ও তাঁর ব্যবহৃত বস্তুকে ওয়াসীলা করা নাজায়েয বা অবৈধ।] বিজ্ঞ লেখক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ সাহেব কুরআন-হাদীসের আলোকে বিষয়টি তাঁর 'ওয়াসীলা গ্রহণ : একটি ইসলামী বিধান' শীর্ষক পুস্তিকায় অতি সুন্দর ও

চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, মকবুল বান্দাকে ও তাঁর ব্যবহৃত বস্তুকে ওয়াসীলা করা দোষের কিছু নয়। এটা জায়েয বা বৈধ এবং শরীয়ত সম্মত। আমি লেখকের এ পুস্তকটি লিখে বিরুদ্ধবাদীদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি পুস্তকটির বহুল প্রচার ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। মহান রাব্বুল ইজ্জত এ মহান প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরসালীন।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী
প্রাক্তন সভাপতি, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

ওয়াসীলা গ্রহণ : একটি ইসলামী বিধান

মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

[**প্রতিপাদ্যসার:** আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মালিক। কোন উপাদান ছাড়া কেবল আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করতে পারেন। এ ক্ষমতা আর কারো নেই। এ বিশাল সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। এতে অন্য কারো হাত নেই। এর প্রতিপালন তিনিই করেন। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক। তাঁর ইচ্ছার বাইরে গাছের একটি পাতা ও মরুভূমির একটি বালিকণাও নড়ে না। জীবন ও মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাধীন। যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দেন। যাকে ইচ্ছা তিনি মৃত্যু দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। আর যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। এ সব আকীদা বিশ্বাসে যেমন কোন ঈমানদার বিশ্বাসীর মতবিরোধ নেই তেমনি এতেও কারো মতবিরোধ নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা মিকাঈল ফিরিশ্তাকে বৃষ্টি-বাদলের দায়িত্ব দিয়েছেন। আজরাঈলকে মৃত্যুর দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসরাফিলকে সৃষ্টিজগত ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়েছেন। জিব্রাঈলকে ওহী প্রেরণের দায়িত্ব দিয়েছেন। নবী রাসূলকে হিদায়ত করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদেরকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন না। তিনি মানুষ সৃষ্টির জন্য মাতা পিতাকে ওয়াসীলা করেছেন। যদিও আল্লাহ্ তাআলাই মৃত্যু দেন, তথাপি তিনি একাজের জন্য আজরাইল ফিরিশতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এ জন্য বিভিন্ন ঘটনা, দুর্ঘটনা এবং রোগ বালা মুসিবতকে ওয়াসীলা করেছেন। অতএব, আমাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, ওয়াসীলা গ্রহণ করা স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সুন্নাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু ব্যক্তি যারা লামাযহাবী, বর্তমানে ইসলামী আকীদার নামে অপপ্রচার করছে যে, ওয়াসীলা গ্রহণ করা বিদআত। ক্ষেত্র বিশেষে শির্ক। অথচ ওয়াসীলা গ্রহণ একটি শরীয়ত সম্মত ইসলামী বিধান। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কুরআন হাদীসের

দলীল ও গ্রহণযোগ্য উলামা কেরামের অভিমত দ্বারা তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। যাতে অবিমৃশ্য লামাযহাবীদের অপপ্রচারের জবাব হয়ে যায় এবং যাতে সাধারণ মুসলমান তাদের গোমরাহী প্রচারণা থেকে পরিত্রাণ পায়।]

ভূমিকা: ওয়াসীলা গ্রহণ বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত একটি শরঈ বিষয়। এর শরঈ বৈধতা অস্বীকার করা মূলত পবিত্র কুরআন মজীদের আয়াতকে অস্বীকার করা। ওয়াসীলার মূল কথা হলো, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া কবুলের জন্য নিজের আত্মসমর্পণ ও তার সাথে কোন মকবুল ইবাদত বা কোন মকবুল বান্দাকে মাধ্যম করা যেন গোনাহগারের দোয়া মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দ্রুত কবুল হয়ে যায়। আমাদের কারো এ আকীদা নেই যে, যাকে ওয়াসীলা করা হলো তিনি আমার দোয়া কবুল করবেন। বরং সকলের এ আকীদা যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোয়া কবুল করবেন। ওয়াসীলা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। **এক.** ওয়াসীলা দোয়া করার পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি মনে করা। দোয়া কেবল আল্লাহ্ তাআলাই কবুল করবেন। যাকে ওয়াসীলা করা হয়েছে তাকে কেবল মাধ্যম করা হয়েছে। **দুই.** যেসব ইবাদত বা যেসব ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় তাকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ্ তাআলা যা পছন্দ করেন না এমন কিছুই ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ না করা। **তিন.** ওয়াসীলা গ্রহণ ব্যতীত দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা কখনো দোয়া কবুল করেন না, এমনটিও মনে না করা। আর যাকে ওয়াসীলা করা হলো তা থেকে এ উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি বা তা আল্লাহ্ তাআলাকে দোয়া কবুল করার জন্য বাধ্য করবেন। আল্লাহ্ তাআলা কারো কাছে কোন কাজে বাধ্য নন।

উম্মতের মধ্যে ওয়াসীলা বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতৈক্য রয়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। সৎকর্মকে ওয়াসীলা করার ক্ষেত্রে উম্মতের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তথা নবী রাসূল, পীর-ফকীর, কামিল ব্যক্তি ও তাঁদের নিদর্শনকে ওয়াসীলা করা যাবে কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। শায়খ মুহাম্মদ ইবন আলভী আল মালেকী বলেন, গভীর দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা, আমরা সৎকর্ম ছাড়াও যাদেরকে ওয়াসীলা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈধ বলি, তারাও কিন্তু সৎকর্ম করে সৎকর্মশীল ব্যক্তি হয়েছেন। অতএব, সৎকর্মশীলকে

ওয়াসীলা করা মানেই সৎকর্মকে ওয়াসীলা করা। আমরা আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত না করার কারণে মতবিরোধ করি। নতুবা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ওয়াসীলার পরিচয়:

الوَسِيلَةُ শব্দটি وسل মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো–নৈকট্য লাভ করা। যেমন, কোন ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করলে আরবীতে বলা হয়– وَسَّل فلانٌ إلى الله وسِيلةً । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ মুখী তাকে বলা হয় [১]| الواسِل এ অর্থে ইব্‌ন মানযুর তাঁর গ্রন্থ লবীদ ইবন রাবীয়ার নিম্নের পংক্তিটি উল্লেখ করেন–

أَرى الناسَ لا يَدْرونَ ما قَدْرُ أَمرِهم ۞ بَلى كلُّ ذي رَأْيٍ إِلى الله واسِلُ

আল্লামা থানথাভী (রাহ.) وسِيلةً শব্দটি আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী فعيلة এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হলো, যাদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। তিনি আরো বলেন, مأخوذة من وسل إلى كذا ، أي : تقرب إليه بشيء শব্দটি আরবী ভাষার من وسل إلى كذا এর ব্যবহার রীতি থেকে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হলো কোন কিছুর মাধ্যমে কারো নৈকট্য অর্জন করা।[২]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী তার অভিধান গ্রন্থে বলেন–

الوسيلة –التوصل إلى الشيئ برغبة وهى أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة

অর্থ– ওয়াসীলার অর্থ হলো কোন জিনিসের দিকে আগ্রহ নিয়ে পৌঁছা। এখানে উল্লেখ্য, ص দিয়ে ওয়াছিলার চেয়ে س দেয়ে ওয়াসীলার মধ্যে ব্যাপক অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, س দিয়ে ওয়াসীলার মধ্যে আগ্রহ অর্থটি বেশি। [মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন–৮৭১]

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন– الوسيلة كل ما يتوسل به أي يتقرب به إلى الله تعالى ‘ওয়াসীলা হলো, কোন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা। অর্থাৎ যা দ্বারা নৈকট্য অর্জন করা যায় তাই ওয়াসীলা।’ [আল কাশ্‌শাফ ১ম খণ্ড, ৪৮৮ পৃ.]

১– ইবন মানযুর, লিসানুল আরব

২– থানথাভী, তাফসীর, খ. ১ পৃ. ১২৫২

ইবন আম্বারী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ওয়াসীলার এক অর্থ–অভাব। তিনি এ অর্থে কবি আনতারার একটি পংক্তি উল্লেখ করেন[৩]–

إن الرجال لهم إليك (وسيلة) ۞ إن يأخذوك تكحلي وتخضبي

পরিভাষায় ওয়াসীলার অনেক অর্থের মধ্যে তিনটি বেশি প্রচলিত:

এক. মাকামে মাহমুদ

ওয়াসীলা জান্নাতের একটি উচ্চ সম্মানের স্থানের নাম। যা আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়ামত দিবসে দান করবেন। প্রত্যেক মুসলমান আযানের পর রাসূলুল্লাহ্কে এ মকাম প্রদান করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করেন। সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে–

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة

অর্থ– হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনার পর এ দোয়া করবে, 'হে আল্লাহ্ এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও নামাযের তুমিই প্রভু। তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দান করো ওয়াসীলা (বেহেশ্তের সর্বোচ্চ স্থান) ও মহা সম্মান। তাঁকে তুমি মাকামে মাহমুদে পৌঁছাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।' তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ সাব্যস্ত হবে।[৪]

৩– আলুসী, রুহুল মায়ানী, খ. ৬ পৃ.১২৪

৪– বুখারী, সহীহ্, বাবুদ দুআ ইন্দান নিদা, হাদীস নং ৫৮৯;
ইবন হাব্বান, সহীহ্, বাবুল আযান, হাদীস নং ১৬৯১

এ দোয়ার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য ওয়াসীলা বা উচ্চ মকামের দোয়া করা হয়েছে। যা এক বর্ণনায় মাকামে মাহমুদ বা জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থান।

দুই. আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যঃ

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করাকেও ওয়াসীলা বলা হয়। যখন কোন মুমিন কামিল ঈমানের মালিক হয়ে যান ও শরীয়তের বিধি বিধান পরিপূর্ণভাবে আদায় করেন এবং গোনাহ্র কাজ থেকে বিরত থাকেন আর এসবের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করেন তাকেও পরিভাষায় ওয়াসীলা বলা হয়। এ নৈকট্য তাঁকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার মাধ্যম হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

অর্থ– 'হে প্রভু তোমার শপথ, আমি তাদের সকলকে গোমরাহ করব, কিন্তু তোমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুখলাস তাদেরকে নয়।' [সূরা সোয়াদ : ৮৩]

যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা মনোনীত করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করেছে, তাদেরকে শয়তানও পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। এ কথা শয়তানও জানে। সুতরাং বুঝা গেল যে, নৈকট্য লাভ করার অর্থেও ওয়াসীলা শব্দটি আরবীতে ব্যবহার হয়।

তিন. যদ্বারা নৈকট্য অর্জন করা যায়ঃ

যেসব বস্তু আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয় তাকেও পরিভাষায় ওয়াসীলা বলা হয়। চাই তার সম্পর্ক সৎকর্মের সাথে হোক বা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে হোক। পবিত্র কুরআন মজীদে ওয়াসীলা গ্রহণের হুকুম সাধারণভাবে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ– 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করো, তাঁর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করো এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যেন তোমরা সফলকাম হও।' [সূরা মায়িদা : ৩৫]

এ আয়াতে ওয়াসীলা গ্রহণকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে না সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে, না সৎকর্মপরায়ণের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু আয়াতটি মুতলাক সেহেতু মুতলাক আয়াতকে মুতলাক রাখাই বাঞ্ছনীয়। ভিন্ন মতাবলম্বীদের ইমাম শাহ ইসমাঈল দেহলভী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,–

اہل سلوک ایں آیات را اشارات بسلوک می نہند و وسیلہ مرشد بنا بر فلاح حقیقی و فوز تحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری است وسنت اللہ بر ہین منوال جاریست لہذا یابی نادر است

অর্থ– যারা হাকীকতের রাস্তায় চলে তারা ওয়াসীলা থেকে মুর্শিদ মুরাদ নিয়েছেন। বাস্তবিক সফলতার জন্য সৎকর্ম করার পূর্বে মুর্শিদের তালাশ বেশি প্রয়োজন। যারা সত্য রাস্তায় চলতে চায় তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা এ নিয়ম নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে মুর্শিদ ছাড়া সত্যপথ লাভ করা দুষ্কর। [সিরাতে মুস্তাকিম পৃ.৫৮]

ওয়াসীলার প্রকারঃ

ওয়াসীলাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. التوسل في الدعاء (দোয়ার মধ্যে ওয়াসীলা)

তাওয়াস্সুল ফিদ দোয়া হলো– আল্লাহ্ তাআলার দরবারে যে কোন দুঃখের সময় নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাউকে মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা।

এ প্রকারের তাওয়াসসুল আবার দুই প্রকার। **এক.** তাওয়াস্সুল লফযী বা শাব্দিক ওয়াসীলা। এ সম্পর্কে উলামা কিরাম বলেন,

هو أن يذكر في دعائه ما يتقرب به إلى الله تعالى

অর্থ– [দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বা উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য] আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য যার মাধ্যম উপস্থাপন করা হয় ঠিক হুবহু তার নাম উল্লেখ করা। সহীহ্ বুখারী শরীফে এ বিষয়ে একটি লম্বা হাদীস আছে- যার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

বনী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তি সফরের সময় কোন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। গুহার প্রবেশ মুখে বিরাট পাথর পড়ে তাদের বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে

যায়। তিনজনই আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বান্দা ছিলেন। দোয়াতে তাদের একজন মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা স্মরণ করলেন। দ্বিতীয় জন ব্যভিচারের সুযোগ থাকার পরও আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে সে কাজ থেকে বিরত থাকার কথা স্মরণ করলেন। আর তৃতীয়জন শ্রমিকের পারিশ্রমিকের কথা স্মরণ করলেন যা কয়েক বছরে অনেক সম্পদে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিলেন।[৫] [সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩২৭৮]

৫– সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীসুল গার বা গুহার হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

عن ابن عمررضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا)

দুই. তাওয়াস্‌সুল নফ্‌সী

তাওয়াস্‌সুল নফ্‌সী হলো-দোয়ার সময় কোন আমল বা কোন স্থানকে মাধ্যম করা যা আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয়। কিন্তু এতে হুবহু শব্দ ব্যবহার না করলেও পারিপার্শ্বিক কারণে সেটিই মাধ্যম হয়ে যাওয়া। এর উদাহরণ হযরত যাকারিয়া (আ.) কর্তৃক হযরত মরিয়ম (আ.) এর ঘরে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা। ইরশাদ হয়েছে–

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ - فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ– সেখানে যাকারিয়া (আ.) তাঁর প্রভুর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র উত্তরসূরি দাও। নিশ্চয় তুমি দোয়া কবুলকারী। অতঃপর ফেরেশ্‌তারা তাঁকে মিহরাবে নামাযরত অবস্থায় আহ্বান করে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়া নামক এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার কলেমার সত্যায়নকারী হবেন, সর্দার হবেন, সচ্চরিত্রবান এবং ন্যায়পরায়ণদের মধ্যে একজন নবীও হবেন– [সূরা আলে ইমরান : ৩৮-৩৯]।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত যাকারিয়া (আ.) এর আমলের কথা বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন হযরত মরিয়ম (আ.) এর ঘরে বে মৌসুমী ফল দেখলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এ মেয়ে খুবই প্রিয়। আমি যদি এখানে দোয়া করি, তবে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই দোয়া কবুল করবেন। অর্থাৎ তিনি এখানে পবিত্র স্থানের ওয়াসীলা নিয়েছেন।

এভাবে হযরত ইউসূফ (আ.) এর জামার কাহিনী যা তিনি তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এ জামার ওয়াসীলায় আমার পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবেন। ইরশাদ হয়েছে–

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

অর্থ– তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারায় নিক্ষেপ করো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। [সূরা ইউসূফ : ৯৩]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় হযরত ইউসূফ (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.) এর চোখের দৃষ্টি ফিরাতে তাঁর ব্যবহৃত জামার ওয়াসীলা নিয়েছেন।

তিন. التوسل بالدعاء (কারো দোয়াকে ওয়াসীলা করা)

এটি হলো আল্লাহ্ তাআলার কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার কাছে দোয়া চাওয়া। তিনি প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ বান্দার দোয়া কবুল না করলেও তাঁর প্রিয় বান্দার হাত ফেরত দিবেন না। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

অর্থ– সে সময়কে স্মরণ করো যখন তোমরা মূসা (আ.) কে বলেছ, আমরা এক খাদ্যের উপর ধৈর্যধারণ করব না। অতএব, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদেরকে জমিন থেকে শাক সবজি, কাঁকুড়, গম, মসূর ও পিয়াজ উৎপাদন করেন। [সূরা বাক্বারা : ৬১]

এ আয়াতে فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ তাওয়াস্সুল বিদ দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ আয়াতে সরাসরি হযরত মূসা (আ.) এর উম্মতরা তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাদের জন্য দোয়া করার নিবেদন করছেন।

চার. التوسل بالنداء (আহ্বানের মাধ্যমে ওয়াসীলা গ্রহণ)

দোয়া করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরজি পেশ করা। আর রাসূলুল্লাহ্র মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য আশা করা। হাফিয ইবন কাসীর বর্ণনা করেন, ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের স্লোগান ছিল– يا محمداه ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত হুযাইফা (রা.) শহীদ হওয়ার পর হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ মুসলমানদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন। তিনি এ যুদ্ধে মুসাইলামা আল কায্যাবকে হত্যা করে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন,

انا ابن الوليد العود انا ابن عامر وزيد... ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمداه

অর্থ– আমি ওয়ালিদের পুত্র। আমি আমির ও যায়েদের পুত্র। অতঃপর তিনি মুসলমানদের স্লোগান দিতে লাগলেন, সেদিন মুসলমানদের স্লোগান ছিল– ইয়া মুহাম্মদাহ্। [বিদায়া ওয়ান নিহায়া খ. ৫ পৃ. ৩০]

এ বর্ণনায় ইয়া মুহাম্মদাহ্-কে ওয়াসীলা করা হলো। এ স্লোগান কোন সাধারণ মুসলমানের নয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহাবীগণের স্লোগান।

এভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله

অর্থ– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার কিছু ফিরিশ্‌তা জমিনে বিচরণ করে। তারা কিন্তু আমলনামা সংরক্ষণকারী ফিরিশ্‌তা নন। তারা জমিনে একটি পাতা পড়লেও তা লিখে রাখেন। যদি গহীন পাহাড়ে তোমাদের কোন মসিবত হয় তখন তোমরা বলবে– আইনু– ইবাদাল্লাহ্! হে আল্লাহ্‌র বান্দারা আমাকে সাহায্য করো! – [মাজমাউল যাওয়ায়িদ খ. ১০ পৃ.১৩২]।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর এ হাদীসে ওয়াসীলা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। পাহাড়ে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের ভুলে যেও না। যদি মানুষের মধ্যে কোন সাহায্যকারী পাওয়া না যায়, তবে আল্লাহ্ তাআলার ফিরিশ্‌তাদের কাছে সাহায্য চাও। এ হাদীসটি তাওয়াস্‌সুল বিন নিদা বা তাওয়াস্‌সুল বিল ইসতিগাছার উজ্জ্বল দলীল।

পাঁচ. التوسل بالأعمال الصالحة (সৎকর্মকে ওয়াসীলা করা)، হাবাসী তিনজনের আমলে সালেহা বা সৎকর্মকে মাধ্যম করে মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা ছিল এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ হাদীস গার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

ছয়. التوسل بآثار الصالحين (বুযুর্গগণের ব্যবহার্য বস্তু দ্বারা ওয়াসীলা গ্রহণ)

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত বস্তুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাকে তাওয়াস্সুল বি আসারিস সালেহীন বলা হয়।

ক. যেভাবে পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পায়ের চিহ্নকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

অর্থ– তোমরা ইব্রাহীমের পদচিহ্ন কে নামাযের স্থান করো– (সূরা বাক্বারা : ১২৫)।

নামাযতো আল্লাহ্ তাআলার জন্য পড়া হয়। পবিত্র যেকোন স্থানে নামায পড়া যায়। কিন্তু এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পায়ের চিহ্নকে নামাযের স্থান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এ স্থান নামায কবুল হওয়ার বড় মাধ্যম। এ থেকে বুঝা গেল যে, যে স্থানে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দার নিদর্শন থাকে সে স্থান খুবই সম্মানিত। এরূপ স্থানকে দোয়া কবুল হওয়ার ওয়াসীলা করা যায়।

খ. পবিত্র কুরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا

অর্থ– হে সামেরী তোমার কী অবস্থা? সামেরী বলল, আমি তা দেখেছি যা তারা দেখেনি। আমি ফিরিশ্তার পায়ে স্পর্শ করা মাটির কিছু অংশ তুলে নিয়েছি। [সূরা তাহা : ১২৫]

তাফসীরের কিতাবে আছে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) ঘোড়ায় চড়ে সিনা মরুতে হযরত মূসা (আ.) এর কাছে আসেন। সে ঘোড়াটি যেখানেই পা রাখত সেখানে সবুজ লতাপাতা জন্ম নিত। সামেরী হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা হবেন। এ কারণে সে ঘোড়ার সাথে স্পর্শ হওয়া জমিনের কিছু মাটি নিয়ে নিল। আর তা সে তার থলের মধ্যে পুতে রাখল। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.) কিতাবের জন্য তুর পর্বতে গেলে সামেরী

একটি গো-বাছুর বানিয়ে তার মধ্যে সেই মাটি রাখা মাত্রই তার মধ্যে থেকে আওয়াজ বের হতে শুরু করল।

পবিত্র কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের সাথে স্পর্শ হওয়া বস্তুর মধ্যে জীবন শক্তি রয়েছে।

গ. পবিত্র কুরআন মজীদের আরেক আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ– তাদের নবী তাদেরকে বলেছেন, ‘তাঁর রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সে তাবুত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্তপ্রশান্তি এবং মুসা ও হারুন (আ.) বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফিরিশ্তাগণ এটি বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। [সূরা বাক্বারা : ২৪৮]

তাফসীর গ্রন্থের প্রায় সকল কিতাবে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এটি একটি ৩ হাত দৈর্ঘ্য ও ২ হাত প্রস্থ একটি তাবুত বা বাক্স। এটি আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ.) এর উপর নাযিল করেছেন। এ বাক্সে সকল নবীর ছবি ছিল। শেষের দিকে হুযুর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবি ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তাঁর চারপাশে সাহাবীগণের একটি দল। হযরত আদম (আ.) এসব ছবি দেখেন। এ বাক্সটি হযরত আদম (আ.) থেকে স্থানান্তর হয়ে হযরত মূসা (আ.) এর কাছে এসে পৌঁছে। তিনি এতে তাওরাত শরীফ রাখতেন। এতে তাঁর লাঠি, কিছু কাপড় ও জুতা ছিল। এতে হযরত হারুন (আ.)-এর পাগড়ি ও সামান্য মান্না-সালওয়া ছিল। হযরত মূসার (আ.) এ তাবুত বা বাক্সটি বনী ইসরাঈলদের কাছে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর হতে থাকল। বনী ইসরাঈলের উপর কোন বিপদ আসলে তারা এ বাক্সটি সামনে রেখে দোয়া করত এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেত। এ তাবুতের কারণে তারা দুশমনের উপর জয়লাভ করত। যখন বনী ইসরাঈলের আমল নষ্ট হয়ে গেল, অন্যায় অবিচার বৃদ্ধি পেল, তাদের উপর আল্লাহ্ তাআলা আমালিকা গোত্রকে ক্ষমতা দিলেন। আমালিকা গোত্রের লোকেরা বনী ইসরাঈল থেকে তাবুতটি ছিনিয়ে নিল। তারা এ বাক্সটি

অপবিত্র স্থানে ফেলে দিল। এ তাবুতকে অসম্মান করার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিপদ আসতে শুরু করল। বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধি তাদেরকে অতিষ্ট করে তুলল। এভাবে তাদের পাঁচটি গোত্র ধ্বংস হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল যে, তাবুতকে অসম্মান করার কারণে তাদের উপর এ বিপদ আসছে। তখন তারা তাবুতটি একটি গরুর গাড়ীর উপর রেখে দিল। আর ফিরিশ্‌তারা এ তাবুতটি বনী ইসরাঈল গোত্রের নেতা তালুতের কাছে নিয়ে আসল। এটি তালুতের বাদশাহির দলীলও হল। বনী ইসরাঈল তার বাদশাহি বা রাজত্ব মেনে নিল।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, বুযুর্গ ব্যক্তিদের ব্যবহার্য জিনিসকে সম্মান করা উচিৎ। তাঁদের ব্যবহার্য বস্তুর কারণে আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করেন। এ থেকে এটিই বুঝা যায় যে, তাবার্‌রুকাতকে অসম্মান করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ তাবুতের মধ্যে নবীগণের যেসব ছবি ছিল তা কোন মানুষের তৈরী ছিল না। বরং তা মহান আল্লাহ্ তাআলা থেকে এসেছিল। [তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান]

ঘ. হাদীস শরীফে আছে–

عن عبد الله بن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (صحيح مسلم ٢\١١ ٤)

অর্থ– লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সামুদ গোত্রের হিজর নামক স্থানে আসলেন। তাঁরা সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করলেন। এ কূপের পানি দিয়ে তাঁরা তাঁদের আটার খমিরা তৈরী করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদেরকে পানি ফেলে দেওয়ার জন্য বললেন এবং সে কূপের পানি দিয়ে যে আটার খমিরা করা হলো সে খমিরাও নিজেরা না খেয়ে তাঁদের উটকে খাওয়াতে বললেন। বরং তোমরা পান করার জন্য পানি সে কূপ থেকে নাও যে কূপে হযরত সালেহ (আ.) এর উট আসত – [সহীহ্ মুসলিম খ. ২ পৃ. ৪১১]।

হাজার বছর আগে হিজর নামক স্থানে সালেহ্ (আ.) এর সম্প্রদায় বসবাস করত। তারা অবাধ্য ছিল। বর্তমানে সে কূপটির অস্তিত্ব থাকলেও সে জামানার পানিও নেই। সেখানে তাদের বসবাসও নেই। কিন্তু যেহেতু তারা অবাধ্য ছিল তাই রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাদের কূপের পানি দ্বারা খমিরা তৈরী হওয়া হালাল বস্তুও ফেলে দিতে বললেন। আর হযরত সালেহ (আ.) এর উটনিটি যে ঘাটে পানি পান করত সে স্থানের বরকত নেয়ার জন্য বললেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার মকবুল বান্দারা যেসব স্থানে থাকেন সেটিও বরকতের স্থান হয়ে যায়।

কুরআনের আলোকে ওয়াসীলা গ্রহণ

পবিত্র কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য ওয়াসীলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে তা থেকে কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো–

এক. ওয়াসীলা তালাশের হুকুম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করো। আর তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য ওয়াসীলা তালাশ করো। তোমরা তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা মায়িদা : ৩৫]

এ আয়াতে চারটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। **এক.** ঈমান **দুই.** তাকওয়া **তিন.** ওয়াসীলা তালাশ **চার.** আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ।

সর্বপ্রথম ঈমানের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের পরে তাকওয়ার কথা। কেননা, যার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার ভয় চলে আসে তার প্রত্যেক কদম আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের উপর থাকে। আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের অনুকরণ তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়। তাকওয়ায়ে ইলাহীর কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আয়াতের তৃতীয় হুকুম হলো ওয়াসীলা তালাশ করা। কোন কোন আলেম এ আয়াত থেকে ওয়াসীলা বলতে ঈমান ও সৎকর্মকে উদ্দেশ্য হিসেবে নেয়া হয়েছে

বলে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা এ থেকে নবীগণ, রাসূলগণ ও বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছেন। তাঁদের মতে 'ইত্তাকুল্লাহ্'-এর মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম সবই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মকে উদ্দেশ্য করেননি। বরং এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য অর্জন হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর এ কারণে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এর দ্বারা কামিল মুর্শিদের বায়াতের কথা বলেছেন। মাওলানা রুমীও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন,

مولوی ہر گز نشد مولائے روم + تا غلام شمس تبریزی نشد

অর্থ– মাওলভী কখনো মাওলানা রুমী হতে পারত না, যদি তিনি শামস তিবরিযীর গোলাম না হতেন।

এ আয়াতে চতুর্থ হুকুম জিহাদ। আল্লাহ্ তাআলার দীনকে বুলন্দ করার জন্য প্রচেষ্টা। সুতরাং উম্মতের মধ্যে ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদ যেভাবে শরঈ জিনিস সেরূপ ওয়াসীলা গ্রহণ করাও শরঈ জিনিস। আয়াতে বর্ণিত চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি শির্ক ও বাকী তিনটিকে শরীয়ত সম্মত বলা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

দুই. ওয়াসীলা তালাশ বৈধ

পবিত্র কুরআন মজীদের আরেক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

অর্থ– এসব লোক যাদের ইবাদত করে (অর্থাৎ, ফিরিশ্তা, জিন, হযরত ঈসা, হযরত উযাইর (আ.) এবং এদের ছবি বানিয়ে পূজা করে) তারাতো তাদের প্রভুর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করে। তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কে বেশি প্রিয়? তারা নিজেরাই (ফিরিশ্তাসহ নবীগণ) তাঁর রহমতের ভিখারী, তারা তাঁর আযাবকে ভয় করে। (এখন তোমরা বলো তারা কীরূপে মাবুদ হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার আযাব ভয়ের বিষয়– [সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৭]।

জাহেলী যুগে মুশ্‌রিকরা জিনদের ছবি, হযরত ঈসা (আ.) এর ছবি হযরত উযাইর (আ.) এর ছবি নিয়ে মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা করত। প্রাক-ইসলামী যুগে জিনরা ভুত ও মূর্তির ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য রকমের কর্মকাণ্ড করত। মূর্তিদের বিভিন্ন প্রকারের কর্মকাণ্ড দেখে সাধারণ মানুষ এসবের ইবাদত করত। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হলে জিনরা তাদের এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়।

وقال عبد الله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هذه الآية

অর্থ– হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করে বলেন, এ আয়াতটি আরব দেশের ঐ শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, যারা জিনদের পূজা করত। এক সময় জিনরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যারা পূজা করতো তাদের এ খবর ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারাতো কেবল আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর তারা আমার প্রিয়দেরকে ওয়াসীলা হিসেবে তালাশ করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।[৬]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদেরকে ওয়াসীলা গ্রহণ করা বৈধ। জিনরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাদের চেয়ে যারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় তাদের ওয়াসীলা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের আমলই এ রূপ।

তিন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে ওয়াসীলা করার হুকুম
পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

৬– বুখারী শরীফ খ.২ পৃ.৬৮৫ হাদীস নং ৪৪৩৮; মুসলিম শরীফ খ. ২ পৃ.৪২২

অর্থ– হে আমার হাবীব, যদি তারা তাদের আত্মার উপর জুলুম করে আপনার দরবারে আসে; আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাফ চায় এবং আপনিও যদি তাদের জন্য ক্ষমা চান (অর্থাৎ, আপনার ওয়াসীলায় এবং সুপারিশের কারণে) নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ তাআলাকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু পাবে। [সূরা নিসা : ৬৪]

আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে মুমিনদেরকে গোনাহ্ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁকে ওয়াসীলা করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে ক্ষমার প্রার্থনা করতে বলেছেন। এ আয়াতের হুকুম কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জীবদ্দশার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এ আয়াতের হুকুম এখনো বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত আল আতবী (রা.) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন–

عن العتبى قال كنت جالسا عند قبر النبى صلى الله عليه و سلم فجاء أعرابى فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت يقول —ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما—وقد جئتك مستغفر الذنبى مستشفعا بك إلى ربى ثم أنشا يقول—

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه الفَاتِحَةُ فطاب من طيبهن القاع والاكم

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه الفَاتِحَةُ فيه العفاف وفيه الجود و الكرم

ثم انصرف الأعرابى فغلبتنى عينى فرأيت النبى صلى الله عليه و سلم فى النوم فقال يا عتبى الحق الأعرابى فبشره أن الله قد غفر له

অর্থ– হযরত আল আতবী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজা শরীফের পাশে বসা ছিলাম। এসময় এক গ্রাম্য লোক এসে বললো, আস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি শুনেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, ‘প্রিয় হাবীব তারা যখন তাদের আত্মার উপর জুলুম করে আপনার দরবারে চলে আসে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রাসূলুল্লাহ্ও (দ.) তাদের জন্য ক্ষমা চান (তাঁর

ওয়াসীলা ও সুপারিশের কারণে) তারা আল্লাহ্ তাআলাকে অবশ্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু পায়।' আমি আপনার দরবারে এসে আল্লাহ্ তাআলার কাছে গোনাহ মাফ চাই এবং আপনাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমার সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থাপন করছি। অতঃপর সে একটি কবিতার এ লাইনগুলো আবৃত্তি করল- 'দাফন হওয়া লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কারণে এ ময়দান ও টিলা সম্মানিত হয়েছে। আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সে কবরের উপর যেখানে আপনি শায়িত আছেন। যাতে ক্ষমা ও দয়া পাই।' অতঃপর গ্রাম্য লোকটি ফিরে চলে গেল। এসময় আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আতবী! গ্রাম্য লোকটিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও – আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুপারিশে গোনাহ মাফ হওয়া মানে হলো– তার ওয়াসীলায় গোনাহ্ মাফ হওয়া।

চার. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় আযাব রহিত হওয়া পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থ– আল্লাহ্ তাআলার কাছে এটি পছন্দনীয় নয় যে, তাদের উপর আযাব আসবে যে অবস্থায় আপনি সেখানে আছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ অবস্থায়ও আযাব দিবেন না, যে অবস্থায় তারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। [সূরা আনফাল : ৩৩]

৭– ইবন কাসীর, তাফরীরুল কুরআনিল আযীম খ. ২ পৃ. ৩৪৮; শুয়াবুল ঈমান, লিল বায়হাকী, হাদীস নং ৪১৭৮; ইবন কুদামা, আল মুগনী খ. ৩ পৃ. ৫৫৭; নভভী, কিতাবুল আযকার খ. ৩ পৃ. ৯২; ইবন আসাকির, আত তারীখ, পৃ. ৪৬

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উম্মত থেকে আযাব রহিত করার দুইটি পন্থা বর্ণনা করেছেন– **এক.** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উপস্থিত থাকা। **দুই.** আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাগফিরাতে লিপ্ত থাকা।

আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মাগফিরাতের দোয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যতদিন রাসূল আছেন ততদিন উম্মতের উপর কোন প্রকারের আযাব আসবে না। কেউ কেউ এ আয়াতকে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট করেন। এটি ঠিক নয়। পবিত্র কুরআন মজীদের এ আয়াতে কোনভাবে বলা নেই যে, তাঁর ইন্তিকালের পরে আযাব আসবে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও তাঁর ওয়াসীলায় আগেকার জামানার উম্মতরা বিভিন্ন প্রকার কামিয়াবী অর্জন করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

অর্থ– অথচ তারা (শেষ নবীর আগমনের ও তাঁর কিতাবের ওয়াসীলায়) কাফিরদের বিরুদ্ধে কামিয়াবীর দোয়া করত– [সূরা বাক্বারা : ৮৯]।

এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা তাঁর ওয়াসীলায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করত। যদি তাঁর আগমনের পূর্বে তাঁকে ওয়াসীলা করে দোয়া করা বৈধ হয় তবে তাঁর নিজের উম্মতের জন্য কেন বৈধ হবে না? অবশ্যই এটি বৈধ এবং বড় উত্তম কাজ।

হাদীসের আলোকে ওয়াসীলা গ্রহণ

হাদীস শরীফের গ্রন্থসমূহে অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যা ওয়াসীলা গ্রহণ করার বৈধতার উপর প্রমাণ বহন করে।

এক. হযরত আদম (আ.) শেষ নবীকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করা

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب! اسئلك بحق محمد ﷺ لما غفرت لي- فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ قال يا رب ! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله

محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم! إنه لأحب الخلق إلى ادعني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك (المستدرك ٦١٥\٢)

অর্থ– হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যখন আদম (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত হলেন, তখন তিনি বললেন, হে প্রভু! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় দোয়া করছি আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, তুমি মুহাম্মদকে কী করে চিনলে অথচ আমি এখনো তাঁকে সৃষ্টি করি নাই? আদম (আ.) বললেন, আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করার পর যখন আমার মাঝে আপনার রুহ ফুৎকার করলেন, তখন আমি আমার মাথা উপরের দিকে করে আরশে আযীমের পায়ায় লেখা দেখেছি যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'। আমি বুঝেছি যে, যাঁর নাম আপনার নামের সাথে সংযুক্ত আছে তিনি অবশ্যই আপনার প্রিয় হবেন। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, হে আদম তুমি ঠিক বলেছ। নিশ্চয় তিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তাঁর ওয়াসীলায় দোয়া করো। আমি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দিব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।[৮]

এ হাদীসে হযরত আদম (আ.) মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছেন যে, হে আল্লাহ্! আমার দোয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় কবুল করো, আমাকে ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমতের সমুদ্রে ঢেউ উঠে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। হযরত আদম (আ.) শিক্ষা দিলেন যে, হে আমার সন্তানগণ! তোমরাও আমার ন্যায় যে কোন সমস্যায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মাধ্যম গ্রহণ করবে। যত বড় বিপদ হোক, যত বড় পাপ হোক আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওয়াসীলায় ক্ষমা করে দিবেন।

৮– আল হাকিম, আল মুসতাদরাক আলাল সহীহাইন, খ ২ পৃ. ৬৩২, হাদীস নং ৪২২৮

দুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় চোখের দৃষ্টি ফিরে আসাঃ

হাদীস শরীফে আছে–

أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال ادع الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت إئت الميضاة فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسئلك واتوجه إليك بنبيك محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربك فيجلي لي عن بصري اللهم شفعه في و شفعني في نفسي قال عثمان فوالله – ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط (المستدرك للحاكم، رقم الحديث ٥٢٦ والإمام أحمد في المسند ٦ \ ١٣٨)

অর্থ– এক অন্ধ সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে আসলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমার জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করেন, যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, আমার ওযু করার লোটা নিয়ে এসো। এটি দিয়ে ওযু করো এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুই রাকাত নামায আদায় করো। অতঃপর এ দোয়া করো– হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছে তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলা পেশ করছি। হে মুহাম্মদ রাসূল! আমি আপনার ওয়াসীলায় আপনার প্রভুর দিকে ফিরছি। যেন তিনি আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ্ তুমি তোমার নবীর সুপারিশ আমার পক্ষে কবুল করো, আমার দোয়াও আমার পক্ষে কবুল করো। হযরত উসমান ইব্‌নে হানীফ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার শপথ, আমরা এখনো মজলিস থেকে উঠে যাইনি; আর না আমরা আমাদের কথা শেষ করেছি। সে সাহাবী সুস্থ চোখ নিয়ে প্রবেশ করলেন। মনে হলো তার চোখে কোন দিন কোন অসুস্থতা ছিল না।[৯]

৯– আল হাকিম, আল মুসতাদারা আলাল সহীহ্‌াইন, হাদীস নং ৫২৬;
মুসনাদ ইমাম আহমদ, খ. ৬ পৃ. ১৩৮

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার লোটার পানির ওয়াসীলায় একজন সাহাবীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসা এবং স্বয়ং উক্ত সাহাবীকে ওয়াসীলা গ্রহণ করার শিক্ষা প্রমাণ করে যে, ওয়াসীলা গ্রহণ শরীয়ত সম্মত।

তিন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ

হাদীস শরীফে আছে–

قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق (سنن الدارمي، رقم الحديث ٩٣)

অর্থ– একবছর মদীনায় লোকদের উপর বড় দুর্ভিক্ষ আসলো। তারা হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন, তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজা মুবারকে গিয়ে একটি জানালা এমনভাবে খুলে দাও যে, যেন আসমান ও এর মাঝে কোন পর্দা না থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা এমনই করল। অতঃপর অনেক বৃষ্টি হলো, মদীনা শরীফে নতুন করে সবজি উৎপাদন হলো, উট এতো বড় হলো মনে হচ্ছে এর চর্বি ফেটে পড়ে যাবে। আর এ কারণে তারা এ বছরটিকে আম্মুল ফাতাক বা সৌভাগ্যের বছর বলত।[১০]

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় মদীনা শরীফের দুর্ভিক্ষ চলে গেল। আর এতো বেশি ফলন হলো যে, তারা এ বছরকে সৌভাগ্যের বছর নাম দিল। এ রূপ অসংখ্য হাদীস শরীফ আছে যা ওয়াসীলা গ্রহণ করাকে বৈধ ও শরীয়ত সম্মত প্রমাণ করে। এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বড় মাধ্যম হলো আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাঁর প্রিয় কোন জিনিসকে ওয়াসীলা হিসেবে উপস্থাপন করা।

১০– আদ দারেমী, আস সুনান, হাদীস নং ৯৩

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও বুযুর্গগণের নিদর্শন দ্বারা ওয়াসীলা গ্রহণের বর্ণনাঃ

ক. হাদীস শরীফে আছে–

أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله ﷺ (سنن ابن ماجه ٣٥٣ و جامع الترمذي ٢\ ١١)

অর্থ– নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এক আনসারী নারীর ঘরে তশরীফ নিলেন। তাঁর ঘরে একটি পানির মশক ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। মেয়েটি তাঁর পানির মশকের মুখ কেটে বরকতের জন্য রেখে দিলেন। কেননা, এ মশকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মুখ লেগেছে।[১১]

খ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জুব্বা মুবারকের ওয়াসীলা

عن عبد الله مولى اسماء بنت أبي بكر رض أنها اخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج. وفرجها مكفوفين بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى لنستشفى بها (صحيح مسلم ٢\ ١٩٠)

অর্থ– হযরত আব্দুল্লাহ্ যিনি হযরত আসমা বিনতে আবি বাকর (রা.) এর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি বলেন, একদা হযরত আসমা (রা.) একটি ইরানী তাইয়ালিসী জুব্বা বের করলেন। যার গিরবান ছিল রেশমী কাপড়ের এবং বডারও ছিল রেশমের। তিনি বলেন, এটি হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে ছিল। তিনি ইন্তিকাল করলে আমি তা নিয়ে রাখি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ জামাটি পরিধান করতেন। আমরা অসুস্থদের জন্য তা ধুয়ে পানি দিতাম, যাতে অসুস্থরা আরোগ্য লাভ করে।[১২]

১১– ইবন মাজাহ্ হাদীস নং ২৫৩; মুসনাদ আহমদ খ. ৬ পৃ. ৪৩৪

১২– সহীহ্ মুসলিম খ. ২ পৃ. ১৯০; সুনানে আবি দাউদ খ. ২ পৃ. ২০৬

ইমাম নদ্‌ভী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুযুর্গ লোকদের ব্যবহার্য কাপড় বরকতের জন্য ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

গ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জুতা মুবারকের ওয়াসীলা

হযরত আনাস (রা.) এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এক জোড়া জুতা ও একটি পেয়ালা ছিল যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ পানি পান করতেন। জুতা সম্পর্কে বুখারী শরীফের হাদীসে আছে–

حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري ٤٣٨\١)

অর্থ– 'হযরত ঈসা ইবনে তিহমান আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আনাস (রা.) কেশবিহীন চামড়ার দুই ফিতা বিশিষ্ট একজোড়া জুতা দেখান। হযরত সাবিত বিনানী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন এ জোড়া জুতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার।' যা তিনি বরকতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন।[১৩]

ইমাম কুস্তোলানী বলেন, হযরত শায়খ আবূ জাফর ইবন আব্দুল হামিদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জুতার ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র জুতার নমুনা এক ছাত্রকে দিয়েছিলাম। একদিন সে আমার কাছে এসে বলল, 'হুযুর, গতকাল আমি জুতা মুবারকের এক বড় বরকত দেখেছি। আমার স্ত্রী অসুস্থায় মরতে বসেছিল। আমি জুতা মুবারকের নমুনা তার ব্যথার স্থানে রাখলাম। আর আমি বললাম, আমাকে এ জুতা মুবারকের কারামত দেখাও। আল্লাহ্ তাআলা দয়া করলেন, সাথে সাথে আমার স্ত্রীর ব্যথা চলে গেল।'[১৪]

১৩– বুখারী, সহীহ্, বাবু মা যুকিরা মিন দারই রাসূল্লিল্লাহ্, হাদীস নং ২৯৪০

১৪– কুস্তোলানী, মুয়াহিবুল লুদুন্নিয়াহ্ খ. ২ পৃ. ৪২২

উল্লেখ্য, দেওবন্দী অনেক উলামাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জুতা মুবারকের বরকত ও ফযিলতের উপর কিতাব লিখেছেন। ১. মাওলানা শিহাবুদ্দিন লিখেছেন– فتح المتعال في مدح النعال 'ফতহুল মুতয়াল ফি মাদহিন নিয়াল'। ২. মাওলানা আশরাফ আলী তাহনভী লিখেছেন– نيل الشفاء بنعال المصطفى 'নাইলুশ শিফা বি নিয়ালিল মুস্তাফা'[১৫]। ৩. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দাহলভী লিখেছেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জুতা মুবারকের ফযিলত অশেষ। উলামা কিরাম এর উপর অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ জুতা মুবারকের নমুনা যারা সংরক্ষণ করেছে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার যিয়ারত নসীব হয়েছে। মূলকথা, সকল উদ্দেশ্য পূরণে জুতা মুবারকের ওয়াসীলা কাজে এসেছে।[১৬]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ণধার আশিকে রাসূল ইমাম আহমদ রেজা তাঁর এক কবিতায় বলেন–

جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

ঘ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কেশ মুবারকের ওয়াসীলা

শুধুমাত্র ওয়াসীলা গ্রহণ নয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাবার্রুক হিসেবে তাঁর শ্মশ্রু মুবারক সংরক্ষণ করার জন্য সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন।

১৫– যাদুস সাঈদ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত একটি কিতাব।

১৬– শামায়িল তিরমিযীর উর্দু শরাহ্ পৃ. ৭৭

عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِى رِوَايَتِهِ لِلْحَلاَّقِ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ - قَالَ - ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاَّقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَأَمَّا فِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ. فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ.(رواه مسلم)

অর্থ– হযরত হিশাম এ সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর এ বর্ণনায় ক্ষৌরকারকে বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ডান দিক ইঙ্গিত করলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) তাঁর চুল মুবারক পার্শ্ববর্তীদের মাঝে বণ্টন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি ক্ষৌরকারকে বাম দিকে ইঙ্গিত করলেন, তিনি বাম দিকের চুল মুবারক কাটলেন। রাসূলুল্লাহ্ এ চুলগুলো উম্মে সুলাইমকে দিলেন। হযরত আবু কুরাইবের বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ্ প্রথমে ডান দিকে কাটালেন, ডান দিকের চুল মুবারক তিনি লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতঃপর বাম দিকের চুল কাটালেন, এ দিকের চুল মুবারকগুলো তিনি হযরত তালহা (রা.)-কে দিলেন।[১৭]

এ চুল মুবারক সাহাবীগণ বছরের পর বছর সংরক্ষণ করেছেন। তাবাররুক হিসেবে লোকদের মাঝে বণ্টন করেছেন। অনেক সাহাবী এসব চুল মুবারক নিজের কাফনের মধ্যে দেয়ার জন্য ওয়াসিয়াত করে গেছেন। অর্থাৎ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চুল মুবারকের ওয়াসীলা কেবল দুনিয়াতে নয় বরং কবরের জগতেও এর ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাহাবীগণকে তাঁর চুল মুবারক বন্টন করে এদ্বারা ওয়াসীলা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপরও কি কোন ঈমানদার বলতে পারেন যে, ওয়াসীলা গ্রহণ অবৈধ?

১৭– মুসলিম, সহীহ্, খ. ১ পৃ. ৪২ হাদীস নং ৩২১৩ বাবু বায়ানে আন্নাস সুন্নাহ্ ইউমান নাহর

৬. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চুল মুবারকের ওয়াসীলায় যুদ্ধ জয়:

عن صفية بنت نجدة: قالت و كانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي ﷺ كثرة من قتل فيها فقال لم افعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره ﷺ لئلا اسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين (الشفاء ٢ \ ٢١٩)

অর্থ– হযরত সুফিয়া বিনতে নাজিদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর টুপি মুবারকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কিছু চুল মুবারক ছিল। এ টুপিটি কোন যুদ্ধে মাথা থেকে পড়ে গেলে তিনি দ্রুত টুপিটি তুলে নেওয়ার জন্য গেলেন, সাহাবীগণ এ যুদ্ধে অনেকেই শহীদ হয়েছেন। এ কারণে কোন সাহাবী এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি কেবল টুপি নেওয়ার জন্য এটি করিনি । বরং আমি তা এ জন্য নিয়েছি যে, এ টুপিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কিছু চুল মুবারক আছে। কারণ আমার এ ভয় ছিল কখনো আমি মুশরিকের হাতে পড়ে যাব এবং আমি এ টুপির বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাব (তা যেন না হয়)।[১৮]

১৮– কাযী আয়ায, আশ শিফা খ. ২ পৃ. ২১৯

চ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ঘাম মুবারকের ওয়াসীলাঃ

হাদীস শরীফে আছে–

عن ثمامة عن أنس رضى الله عنه أن أم سليم كانت تبسط النبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع قال فإذا قام النبي ﷺ أخذت من عرقه و شعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قال فجعل في حنوطه (صحيح البخاري ٢\ ٩٢٩)

অর্থ– হযরত ছুমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) এর একটি চামড়ার মাদুর ছিল যা তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য বিছিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ দুপুর বেলা এ মাদুরে বিশ্রাম করতেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ বিশ্রাম শেষ করে উঠলে আমি রাসূলুল্লাহ্র ঘাম মুবারক ও চুল মুবারক একত্রিত করতাম। একটি শিশিতে তা সংরক্ষণ করতাম। অতঃপর আমি তা সুগন্ধিতে রেখে দিতাম। হযরত আনাস (রা.) এর ইন্তিকালের সময় হলে তিনি তাঁর ওয়ারিসদের ওয়াসীয়ত করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এ পবিত্র ঘাম ও চুল মুবারক যেন তাঁর কাফনে দেয়া হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর ওয়াসীয়ত অনুযায়ী তা কাফনে দেয়া হয়েছিল।[১৯]

১৯– বুখারী শরীফ, খ. ২ পৃ. ৯২৯

ইসলামে বুযুর্গগণের ওয়াসীলা গ্রহণ:

ক. হযরত আব্বাসকে (রা.) হযরত উমরের (রা.) ওয়াসীলা গ্রহণ

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাবের মধ্যে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে দুর্ভিক্ষের বছর ওয়াসীলা গ্রহণ করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করেছেন–

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (صحيح البخاري، ٥٢٦\١)

অর্থ– হে আল্লাহ্! আমরা তোমার প্রিয় নবীকে ওয়াসীলা করতাম। আর তুমি আমাদেরকে বখ্‌শিশ করতে। আজ আমরা তোমার প্রিয় নবীর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) কে ওয়াসীলা করছি। সুতরাং তুমি আমাদের রহমত বর্ষণ করে দাও।[২০]

এ হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন–

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس و معرفته بحقه (فتح الباري ٢\ ٤٩٧)

অর্থ– হযরত আব্বাস (রা.) এর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, বুযুর্গ ব্যক্তি, আহলে বাইতের সুপারিশ বা ওয়াসীলা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। এ হাদীসে যেমন হযরত আব্বাস (রা.) এর ফযিলত বর্ণিত হয়েছে তেমনি হযরত উমরের ফযিলতও রয়েছে। কারণ এতে হযরত উমর (রা.) এর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া তিনি যে, হযরত আব্বাস (রা.) এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন তাও তাঁর কামালিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

২০– বুখারী, সহীহ্, খ. ১ পৃ. ৫২৬

২১– ইবন হাজার, ফতহুল বারী খ. ২ পৃ. ৪৯৭

খ. হযরত ওয়াইস করনীর ওয়াসীলায় দোয়া করার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বুযুর্গ ব্যক্তি দ্বারা দোয়া করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি হযরত উমর (রা.) এর ন্যায় বিজ্ঞ সাহাবীকে হযরত ওয়াইস করনীকে দিয়ে দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হযরত ওয়াইস করনী একজন তাবে'ঈ ছিলেন। তিনি ইয়ামিনি তাবে'ই ছিলেন। তিনি দুর্বল মাতার খেদমতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে এসে সাহাবীয়তের মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাও এ আশেককে বড় ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াইস করনীর দোয়ার কারণে উম্মতের গোনাহ্ মাফ হওয়ার সুসংবাদও দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)-কে বলেছেন সম্ভব হলে উম্মতের মঙ্গলের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চাইবে। হযরত আসির ইবন জাবির (রা.) বর্ণনা করেন–

أن اهل الكوفة وفدوا إلى عمر فيهم رجل ممن كان يسخر باويس فقال عمر هل ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر إن رسول الله ﷺ قد قال إن رجلا ياتيكم من اليمن يقال له أويس لايدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم (صحيح مسلم ٢ \ ٣١١ ، المستدرك ٣ \ ٤٠٣)

অর্থ– কূফা নগরীর একটি প্রতিনিধি দল হযরত উমর (রা.) এর দরবারে আসে। এ প্রতিনিধি দলে এমন এক লোক ছিলেন যিনি হযরত ওয়াইস করনীর সাথে ঠাট্টা করতেন। হযরত উমর (রা.) জানতে চাইলেন তাদের মধ্যে কেউ করন শহরের আছে কি না? তখন সে লোকটি উপস্থিত হলো। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমাদের কাছে ওয়াইস নামে একজন লোক আছে। ইয়েমেনে তাঁর মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর মা অসুস্থ। তিনি যদি দোয়া করেন আল্লাহ্ তাআলা এক দিরহাম পরিমাণ দাগ ছাড়া সব মাফ করে মুছে দিবেন। তোমাদের

মধ্যে তার সাথে যার দেখা হবে সে যেন মাগফিরাতের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চায়।[২২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী ইয়েমেন থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য একটি দল আসে। সে দলে হযরত ওয়াইস করনীও ছিলেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁকে দিয়ে দোয়া করিয়েছেন।[২৩]

গ. আবদালের ওয়াসীলায় আযাব রহিত হওয়াঃ

ذكر اهل الشام عند علي رضى الله عنه وهو بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله ﷺ يقول الأبدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث وينتصربهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب (مسند أحمد بن حنبل، ١ \ ١١٢)

অর্থ– হযরত আলী (রা.) যখন ইরাকে ছিলেন, তখন ইরাকীরা তাঁকে সিরিয়াবাসীর প্রতি লা'নত করার জন্য অনুরোধ করে। তিনি বলেন, 'আমি সিরিয়াবাসীর জন্য বদদোয়া করতে পারব না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে শুনেছি যে, আবদাল সিরিয়ায় থাকেন। তাঁদের সংখ্যা ৪০ জন।

২২– মুসলিম, সহীহ্ খ. ২ পৃ. ৩১১; মুসতাদারক, খ. ৩ পৃ. ৪০৩

২৩– সহীহ্ মুসলিম, খ.২ পৃ. ৩১১

তাঁদের একজন ইন্তিকাল করলে তাঁর স্থানে আরেকজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাঁদের কারণে বৃষ্টি হয়, তাদের কারণে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ হয়। তাঁদের কারণে সিরিয়া থেকে আযাব রহিত হয়।'[২৪]

ওয়াসীলা বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের জবাব:

প্রথম প্রশ্ন: আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন–

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى- وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

ক. একজন অন্যজনের বোঝা বহন করবে না। মানুষের জন্য কেবল তাই যা সে কষ্ট করে অর্জন করে। [সূরা আন নাজম : ৩৮-৩৯]

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ– তার জন্য তাই যা সে উপার্জন করে এবং কষ্ট করে অর্জন করে। [সূরা বাক্বারা : ২৮৬]

এ দুই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যার কাজ তার জন্য কাজে আসবে। অন্যের কাজ তার জন্য কাজে আসবে না। অতএব, ওয়াসীলা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

জবাব:– উপরিউক্ত আয়াতসমূহের সাথে ওয়াসীলার কোন সম্পর্ক নেই। এ আয়াতগুলো আমল ও আমলের প্রতিদান বিষয়ক। আর ওয়াসীলা হলো দোয়া করার সময় আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে কবুলের জন্য মাধ্যম বা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করা।

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى আয়াতের উদ্দেশ্য কেবল এই যে, মানুষের যা পাওনা তা তার আমলের প্রতিদান। ওয়াসীলার সাথে প্রতিদান ও আমলের কোন সম্পর্ক নাই। বরং ওয়াসীলার সম্পর্ক কেবল দোয়া ও দোয়ার সময় আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছুকে বা কাউকে ওয়াসীলা বানানোর সাথে।

২৪– মুসনাদে আহমদ, খ. ১ পৃ. ১১২

এভাবে اِلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى এর সম্পর্ক গোনাহর বোঝা বহন ও এর জবাবদিহি সম্পর্কে এবং কেউ অন্য কারো বোঝা বহন না করা সম্পর্কে। এতে ওয়াসীলা গ্রহণ করা না করার কোন কথা নেই।

এভাবে لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ এর সম্পর্ক আমল ও আমলের প্রতিদান সম্পর্কে। এ থেকে বুঝা গেল, এ আয়াতসমূহের সাথে ওয়াসীলার কোন সম্পর্ক নেই।

এক ব্যক্তির আমল যে অন্য ব্যক্তির জন্য ওয়াসীলা হতে পারে তার বড় দলীল হলো মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসটি–

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (صحيح مسلم ٢ \ ٤١)

অর্থ– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি ব্যতীত। এক. সাদকা জারিয়া, দুই. উপকারী জ্ঞান, তিন. সুসন্তান যে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে।[২৫]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ভাল কাজ করছে মৃত ব্যক্তির সৎকর্মশীল সন্তান; কিন্তু তার আমল মাতা পিতার ইন্তিকালের পর মাগফিরাতের জন্য ওয়াসীলা হয়ে যায়। এ থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একজনের কাজ অন্য জনের জন্য কাজে আসে। সদকা জারিয়া মৃত ব্যক্তির নিজস্ব কাজ। এর উপকার সে কবরে পাবে। এভাবে উপকারী জ্ঞানও মৃত ব্যক্তির নিজের। কিন্তু সৎকর্মশীল সন্তানের আমলে সালিহ তার নিজের কাজ নয় বরং এটি তার সন্তানের কাজ।

২৫– মুসলিম, সহীহ্, খ. ২ পৃ. ৪১

আর তাদের কাজও মাতা-পিতার মাগফিরাতের জন্য ওয়াসীলা হচ্ছে। অতএব, হাদীসে সহীহ্ থেকে এও বুঝা গেল যে, মানুষ কেবল নিজের আমল দ্বারা লাভবান হবেন তা নয় বরং অন্যের আমল দ্বারাও মানুষ উপকৃত হবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (سورة البقرة ١٨٦)

অর্থ– যদি আমার কোন বান্দা আমার সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চায়; তবে আমি অবশ্যই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে প্রার্থনা করে। অতএব, তারা যেন আমার হুকুম মানে এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা হিদায়ত পায়। [সূরা বাক্বারা : ১৮৬]

জবাবঃ ওয়াসীলা গ্রহণ অবৈধ হওয়ার উপর বিরুদ্ধবাদীরা এ আয়াতটিও দলীল হিসেবে ব্যবহার করে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন। যারা ওয়াসীলা গ্রহণ করে তারাও এ বিশ্বাস রাখেন যে, দোয়া কবুলকারী একমাত্র আল্লাহ্ই। এ আকীদায় কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং এ আয়াতকে ওয়াসীলা গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই।

তৃতীয় প্রশ্নঃ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন–

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

অর্থ– সে দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আর তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। [সূরা বাক্বারা : ৪৮] এ আয়াতটিও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

জবাবঃ পবিত্র কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে কারো শাফায়াত কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে তা কেবল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। মুমিন মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুপারিশ কাজে আসবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্র সুপারিশ বা শাফায়াত যে কাজে আসবে তা অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সত্য।[২৬] হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যারা মুনাফিক, কাফির ও মুশরিকদের শানে অবতীর্ণ আয়াতকে মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করে তারা আমার কাছে খুবই নিকৃষ্ট লোক।'

চতুর্থ প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য গায়রুল্লাহ্র ইবাদতের ন্যায় ওয়াসীলাও না জায়েয

বিরুদ্ধবাদীরা ওয়াসীলাকে নাজায়েয বলার জন্য পবিত্র কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

مَا نَعۡبُدُهُمۡ اِلَّا لِيُقَرِّبُوۡنَاۤ اِلَى اللهِ زُلۡفٰى

অর্থ– আমরা এসবের (মূর্তির) ইবাদত কেবল এজন্য করি যেন, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। [সূরা যুমার : ৩]

মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে আমরাতো এসবের পূজা এজন্য করছি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে সাহায্য করে।

২৬– পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কে সে দিন সুপারিশ করবে।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি পেয়ে সুপারিশ করা যাবে। এটি বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে এ হাদীস শরীফটি আছে ارفع رأسك وسلت عطه وقل يسمع واشفع تشفع 'হে রাসূল! সেজদা থেকে আপনার মাথা উঠান, প্রার্থনা করেন আপনাকে দেয়া হবে। বলেন, আপনার কথা শুনা হবে। সুপারিশ করেন। আজ কিয়ামত দিবসে আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' [সহীহ্ বুখরী হাদীস নং ৪২০৬]

এ আয়াতকে বিরুদ্ধবাদীরা ওয়াসীলা নাজায়েয হওয়ার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। নিম্নে এর জবাব দেয়া হলো–

জবাবঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে কেউ যদি নৈকট্য ও ওয়াসীলার নিয়তে গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাও বর্জনীয়। আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা অকাট্য হারাম। চাই সরাসরি কোন সৃষ্টির ইবাদত করা হোক বা নৈকট্য লাভের আশায় কোন সৃষ্টির ইবাদত করা হোক। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা অকাট্য হারাম। যারা ওয়াসীলা গ্রহণ করা বৈধ বলেন, তারাও এ আকীদায় একমত।

এখন প্রশ্ন হলো মূর্তি পূজারীরা তাদের এ গর্হিত কাজকে জায়েয করার জন্য কেন তাওয়াস্‌সুলের ন্যায় একটি বৈধ পন্থাকে তাদের দলীল হিসেবে উপস্থাপন করল। আমরা সবাই জানি যে, দলীল উপস্থাপনকারী সবসময় তার বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ ও বিশ্বাসকে সামনে রাখে। তাই সম্ভবত মুশরিকরা এমন এক যুক্তি উপস্থাপন করেছে, যা মুসলমানদের কাছে বৈধ। তারা বলতে চেষ্টা করেছে তোমরা যেরূপ ওয়াসীলাকে বৈধ মনে করো; আমরাতো সে একই কাজ করছি। তাদের এ মন্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে, ওয়াসীলা ইসলামে বৈধ। না হয় তারা কখনো এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করতো না।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, তোমরা যতই ওয়াসীলার কথা বলো না কেন, কখনও শির্‌ক জায়েয হবে না। শির্‌ক শির্‌কই। একে ওয়াসীলার ন্যায় বৈধ পন্থা দিয়ে জায়েয করা যাবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ– নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর সাথে শির্‌ক করাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। শির্‌ক ব্যতীত অন্যান্য গোনাহর ক্ষেত্রে, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে শির্‌ক করল সে অবশ্যই বড় গোনাহ্‌ করল। [সূরা নিসা : ৪৮]

পঞ্চম প্রশ্নঃ পবিত্র কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

অর্থ– তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাও তাদের প্রভুর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করে, যাতে প্রমাণ হয় যে, কে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। [সূরা ইস্‌রা আয়াত ৫৭]

বিরুদ্ধবাদীরা এ প্রশ্ন করে যে, যাদেরকে লোকেরা ওয়াসীলা গ্রহণ করে তাদের অবস্থা এ যে, তারাও আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ওয়াসীলা তালাশ করে। যারা নিজেরা ওয়াসীলা তালাশ করে তারা কীরূপে অন্যের ওয়াসীলা হতে পারে? এ থেকে বুঝা যায় যে, আম্বিয়া কিরাম ও বুযুর্গদেরকে ওয়াসীলা মানা বৈধ নয়।

জবাবঃ বিরুদ্ধবাদীদের এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এ আয়াত ওয়াসীলা গ্রহণ বৈধ হওয়ার বড় দলীল। তারা এ দাবী করছে যে, আম্বিয়া কিরাম ও বুযুর্গগণ স্বয়ং নিজেরাই ওয়াসীলা তালাশ করছে। অতএব, অন্যের জন্য তারা ওয়াসীলা হতে পারে না। কিন্তু মনের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগে যে, যারা স্বয়ং নেককার, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে ধন্য তারা কার ওয়াসীলা তালাশ করে। কুরআন এর উত্তর দিয়ে বলে, (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) তাদের চেয়ে যারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় তাদেরকে তারা ওয়াসীলা হিসেবে তালাশ করছে। অতএব, এ আয়াত ওয়াসীলা বৈধ হওয়ার বড় দলীল।

উপসংহারঃ

ওয়াসীলা গ্রহণ কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ দ্বারা সমর্থিত একটি শর'ঈ বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় নবী আমাদেরকে ওয়াসীলা তালাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণের আমল থেকে এ পর্যন্ত সকল সত্যিকার উলামার কাছে এটি একটি বৈধ আমল ও চর্চিত বিষয়। বড় থেকে বড় সাহাবীগণও ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ এ ফতোয়া দেন নি যে, এটি শির্ক ও বিদআতী কাজ। তারপরও যদি কেউ ওয়াসীলা গ্রহণ করাকে অস্বীকার করে এবং কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালায় তবে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সে হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিই خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 'যুগের মধ্যে আমার যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ। অতঃপর সাহাবীগণের যুগ। অতঃপর তাবে'ঈনের যুগ।' এ হাদীস দ্বারা এটি বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ওয়াসীলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে সাহাবীগণের আমল, তাবে'ঈ এবং তাবে তাবে'ঈগণের আমল প্রাধান্য পাবে। যেহেতু তাঁরা ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন সেহেতু ওয়াসীলা গ্রহণ শরিয়ত সম্মত এবং মুস্তাহাব আমল। আল্লাহ্ তাআলা চাইলে আমাদেরকে সরাসরি আকাশ থেকে মাটিতে পাঠাতে পারতেন। কোন নবী রাসূল প্রেরণ না করে আমাদেরকে হেদায়ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং আমাদের জন্মের জন্য মাতাপিতাকে ওয়াসীলা করেছেন। হেদায়তের জন্য এ হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন–

وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا .

অর্থ– 'মহান আল্লাহ্ তাআলার শপথ! আমি ভয় করি না যে, আমার পরে তোমরা শির্ক করবে। বরং আমার ভয় এ যে, তোমরা দুনিয়ামুখী হয়ে যাবে।[২৭]

২৭– বুখারী, সহীহ্, বাবুস সালাত আলাশ শহীদ, হাদীস নং ১২৭৯

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks